শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ভারতের সংবাদপত্র

মার্চ 2008 | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | দ্বিতীয় সংখ্যা

মার্চ ২০০৮

প্রিয় ভাই বোনেরা,

প্রণাম। সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যাকে আন্তরিক স্বাগত জানানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনাদের মূল্যবান মতামত এই সংবাদপত্রের মান উন্নয়নের সহায়ক হবে। গুরুদেবের হায়েদ্রাবাদ সফর, বসন্ত উৎসব পালন এবং কলকাতা আশ্রম পরিক্রমা — এবারের সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

আগামী মে মাসের সংখ্যার জন্য লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল ২০০৮ । অনুগ্রহ করে লেখা, সংবাদ, ফটো নিজ নিজ এলাকার ZIC- র মাধ্যমে পাঠান।

শ্রদ্ধান্তে

সম্পাদক মণ্ডলী

চেন্নাইতে পোঙ্গাল উৎসব পালন

পোঙ্গাল দক্ষিণ ভারতের এক উল্লেখযোগ্য উৎসব। কৃষিকাজ শুরুর মরশুমে এই উৎসব চিরাচরিত পরম্পরা অনুযায়ী পালিত হয়ে আসছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গুরুদেবের চেন্নাইতে উপস্থিতির অবকাশে নিজেদের দিব্য সুধায় অবগাহন করিয়ে নিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রচুর অভ্যাসী সমাগম হয়।

পোঙ্গালের আগের দিন প্রাত:কালীন সৎসঙ্গের পর গুরুদেব দুটো নতুন CD প্রকাশ করেন।

পোঙ্গালের দিন গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রায় চারহাজার অভ্যাসী উৎসবে যোগ দেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভ্রাতৃপ্রতিম শশাঙ্কের বাঁশরী পরিবেশনায় গুরুদেব যারপরনাই প্রীত ও মুগ্ধ হন।

হায়েদ্রাবাদে গুরুদেব

পোঙ্গাল উৎসবের পর গুরুদেব কলকাতা ও হায়েদ্রাবাদ সফরে যান। ১৮থেকে ২৫ জানুয়ারী তিনি কলকাতায় থাকেন, এরপর ২৫ থেকে ২৮ জানুয়ারী তিনি হায়েদ্রাবাদে কাটান। হায়েদ্রাবাদে থুমুকুণ্টা আশ্রমে কয়েক হাজার অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানান।

27 জানুয়ারী রবিবার সকালে সৎসঙ্গের তিনি চারটি বিবাহ সম্পন্ন করেন এবং এক 'শিশু কেন্দ্রে'র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উপস্থিত শিশুদের উদ্দ্যেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি তাদের ভালো করে পড়াশোনা করার উপদেশ দেন আর সেইসঙ্গে বিশ্বস্ততা, আজ্ঞাপালন এবং সকলকে ভালোবাসতে শিখতে বলেন। গুরুদেবকে বেশ প্রাঞ্জল ও খুশীতে ভরপুর দেখাচ্ছিল। প্রত্যেক দিন কটেজের বাইরে প্রায় এক ঘণ্টা সময় অভ্যাসীদের সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং সহজ মার্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে বিশ্লেষণ করেন। গুরুদেবের এই দীর্ঘ প্রতিক্ষিত হায়েদ্রাবাদ সফর প্রায় ৭৫০০ অভ্যাসী সমবেত হন।

২৮ জানুয়ারী সন্ধ্যায় গুরুদেব হায়েদ্রাবাদ থেকে চেন্নাই ফিরে আসেন এবং সোজা বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে চলে যান।

চেন্নাইতে বসন্ত উৎসব

বসন্ত উৎসব — আদি গুরু লালাজী মহারাজের জন্মদিন উদযাপন ২ ফেব্রুয়ারী চেন্নাইতে পালিত হয়। উৎসবের প্রাক্কালে গুরুদেব সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং বারোটি বিবাহ সম্পন্ন করেন। প্রায় ৩৫০০ অভ্যাসী সেদিন উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের দিন গুরুদেব সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রায় ৪০০০ অভ্যাসী সেদিন তাঁর সঙ্গসুধা লাভে ধন্য হন। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রী অজয় ভট্টর পরিচালনা করেন। প্রিয়ঙ্কা রমনের মধুর কণ্ঠসংগীত পরিবেশনা আশ্রমের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গুরুদেব 'Spider web-vol-3' -র কানাড়া অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষ্যে অনুবাদক ভ্রাতৃপ্রতিম ওয়াই . কে. বিশ্বনাথ ঐ বইয়ের তিনটি খণ্ড অনুবাদ করতে পারার জন্য গুরুদেবের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

২০০৮-এ গ্রীষ্মকালীন সৎকোল সফর

২০০৮-এর গ্রীষ্মকালে সৎকোলে যাবার জন্য আবেদন পত্র (দল নং - ২২০ থেকে ২৩১) 'অন-লাইনে' দেওয়া আছে : নির্ধারিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন ধরণের আবেদন গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। আবেদন পত্র গ্রহণের ক্রম অনুসারে বিবেচিত হবে। যিনি আগে পাঠাবেন তার আবেদন আগে বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। যদি ইণ্টারনেট সুবিধা কারও কাছে সহজলভ্য না হয় তবে তিনি CIC -র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

আবেদনপত্র ভর্তি করার আগে অনুগ্রহ করে পুরো নিয়মাবলী জেনে নিন।

এছাড়াও বিশদ অনুসন্ধানের জন্য সৎকোল অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন:

ফোন - ৯১ - ৪৪২২৫২১০৯৯বা ৯১-৪৪-৪২১৭১১১১ Ext. ২১৮¼ যোগাযোগের সময় - সকাল ১০ টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৩ টা থেকে ৪.৩০।

'হি দ্য হুক্কা এন্ড আই'

বিপুল সংখ্যক অভ্যাসীদের অনুরোধে গুরুদেব আরও একবার এই DVD বণ্টনের জন্য সম্মত হয়েছেন। নতুন স্টক আসা মাত্র বিতরণ শুরু হবে।

যেসব অভ্যাসীরা এই DVD কিনতে আগ্রহী তারা অনুগ্রহ করে নিজ নিজ কেন্দ্রে কো-অর্ডিনেটর -এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ ক রুন —
Whq. publications @ srcm. org.

কানাড়া ভাষায় "হি.দ্য হুক্কা এন্ড আই"

কানাড়া ভাষী অভ্যাসীদের সুবিধার্থে এই পুস্তক কানাড়া ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই বিশেষ প্রকাশনা মাত্র একবার প্রকাশিত হবে এবং তা ২৪ জুলাই ২০০৮ — গুরুদেবের জন্মদিনে প্রকাশ করা হবে। পুস্তকের 'আজীবন সদস্য' (Corpus)দের এই বই দেওয়া হবে না। ইচ্ছুক গ্রাহকরা আগামী ৩০ এপ্রিল ২০০৮ এর মধ্যে বইয়ের মূল্য বাবদ ২০০ টাকা গ্রাহকভুক্তির জন্য জমা দিতে পারেন।

শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের ৮১ তম জন্ম শতবর্ষ উৎসব

লখনৌ, ইউ পি. ভারত, জুলাই ২৩, ২৪, ২৫ - ২০০৮

আবার আমরা গুরুদেবের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে লখনৌ মহানগরীতে তাঁর ৮১ তম জন্মদিন পালনে ব্রতী হয়েছি। এ হেন পুন্যক্ষণে সমবেত আমরা তাঁর সশরীরি উপস্থিতি ও দিব্য সুধার সিক্ত রসে স্নাত হওয়ার পূর্ণ অবকাশে ধন্য হবো।

বিশ্বজোরা অভ্যাসীদের পক্ষ থেকে গড়ে ওঠা উৎসব কমিটি এ হেন সুযোগ প্রদানের জন্য প্রিয়তম গুরুদেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। আমাদের আশা বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী তাঁর এই দিব্য উপস্থিতির মহাক্ষণে উপস্থিত থাকবে।

এই উৎসব শ্রীরামচন্দ্র মিশন ও সহজ মার্গ আধ্যাত্মিক সংস্থার যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। সব অভ্যাসী ভাই-বোনেরা এই মহান উৎসবে যোগ দিয়ে তাঁর প্রেম ও করুণা লাভ করার আমন্ত্রণ জানাই।

আদরণীয়,

উৎসব উদ্‌যাপক মণ্ডলী।

(বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষক বা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। এই সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন পত্র, তথ্য, মিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।)
Http://www.srcm.org/members/24july2008/index.jsp

প্রকাশ হল - নতুন MP3 সিডি

নীচের MP3 সিডিগুলো সম্প্রতি প্রকাশিত হল। আজীবন গ্রাহকরা তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, মানাপাক্কাম, চেন্নাই এর বিক্রয় কেন্দ্রেও তা পাওয়া যাবে। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ কেন্দ্র সংযোজকের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১. Collected Talks of the Masters, MP3 Series.vol. 5. এতে ১৯৮৯ থেকে ভারত এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রদত্ত 27 টি বক্তৃতা পরপর সাজানো আছে।

২. Heart Speak2005, এ গুরুদেবের ভারত ও UAE এবং ডেনমার্ক সফরের বক্তৃতামালায় সমৃদ্ধ।

Constant Remembrance January 2008

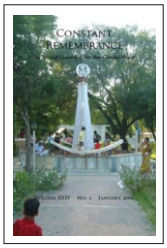

২০০০ সালের প্রথম সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হল এবং গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ শুরু হয়েছে।

এস. আর. সি. এম.

ভারতের সংবাদপত্র

অঞ্চল পরিক্রমা

মার্চ 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত দ্বিতীয় সংখ্যা

নেইভেলিতে মুক্ত আলোচনা চক্র

নেইভেলি, নেইভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন (NLC) এর বাসভূমি। তামিলনাড়ুর বড় কয়লাখনি ও অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন এখান থেকেই হয়ে থাকে। প্রায় ১৮০০০ কর্মচারী পরিবার এখানে বসবাস করেন। এখানকার জনজীবন নানা ধরণের সামাজিক কার্যকলাপে নিজেদের জড়িয়ে রাখে। বিগত কয়েকবছর ধরে এহেন শহর যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছে তাতে বিস্ময়ের অবকাশ থাকতে পারে না। SRCM এর নেইভেলি কেন্দ্রের প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী প্রত্যেক রবিবার একটি বিদ্যালয়ে সৎসঙ্গে যোগ দেন।

২৬ জানুয়ারী ২০০৮ শনিবার তেলেগু সমিতি এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করে।

ঐ আলোচনাচক্রে ভ্রাতৃপ্রতিম সি. রাজগোপালন প্রায় ৫০ মিনিট তামিল ভাষায় সহজমার্গের বিভিন্ন দিকের উপর বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে সহজ মার্গ কি দিতে পারে এবং তার গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন— সাফাই, প্রাণাহুতি, এবং গুরুর সশরীর উপস্থিতির মাহাত্ম ও তাঁর পদনির্দেশ ও সহায়তার উপর আলোকপাত করেন।

শ্রোতারা সরাসরি অনেক প্রশ্ন করেন। বাস্তবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সহজ মার্গ কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এই ছিল তাদের প্রশ্নের বিষয়। শ্রোতাদের প্রশ্নের গভীরতা আলোচনা চক্রের সফলতার সূচক। তাঁদের প্রশ্ন ও বক্তার উত্তর দানের প্রভূত পারদর্শিতা আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসুদের অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা ৬০ জনের মধ্যে ৪০ জন সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অভ্যাস শুরু করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল — যেসব শ্রোতারা রাতে খাওয়ার জন্য বাড়ি চলে গিয়েছিল, তাঁরা আবার ফিরে আসেন সিটিং নেবার জন্য এবং অনেক রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে সিটিং নেন। কয়লা খনি শহরের এই হার্দ্যিক অনুষ্ঠান আমাদের আশার আলোকে আরও উদ্দীপিত করে সুনিশ্চিত করলো যে, অনেক অনেক মানুষের হৃদয় এখন হীরক দ্যুতি বিচ্ছুরিত করতে যারপরনাই পিয়াসী।

শ্রীরাম রাঘবেন্দ্রন, চেন্নাই

দীর্ঘমেয়াদি VBSE প্রোগ্রাম চালুর পরিকল্পনা

এয়ার ফোর্স স্কুল, ব্যাঙ্গালুরু (2006-2008)

ব্যাঙ্গালুরু VBSE দল শহরের বিভিন্ন স্কুলে একদিন ব্যাপী VBSE প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার পর এই কার্যসূচীর দীর্ঘমেয়াদি রূপায়ণের পরিকল্পনা করছেন, যাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে।

ব্যাঙ্গালুরর এয়ার ফোর্স স্কুলে (ASTE) ২০০৬ সালে প্রথম VBSE কার্যক্রম চালু হয়। একজন অভ্যাসী, যিনি ঐ স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক, এই কার্যক্রমের বাস্তব রূপায়নের কান্ডারী। প্রোগামের প্রাথমিক পরিচিতির পর ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে এর রূপায়ণের কাজ শুরু হয়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে, কিছুদিন আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে এবং তারপর তা স্কুলের শ্রেণী শিক্ষকের হাতে তুলে দেবে, যিনি পরবর্তী পর্যায়ে VBSE-র কাজ চালিয়ে যাবেন। SMRTI-র VBSE নির্দেশিকা বই সহায়ক হিসাবে এবং প্রত্যেক ক্লাসে একজন করে VBSE স্বেচ্ছাসেবী শ্রেণী শিক্ষকের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, যার ভূমিকা ছিল একজন পর্যবেক্ষকের।

নানা ধরণের কর্মকুশলতা ও বর্ণনার পরিবেশনা ক্লাসগুলোকে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। শিশুদের নিজেকে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়, ফলে তারা যারপরনাই আনন্দ উপভোগ করে। চার মাস পর ছাত্রদের দ্বারা আয়োজিত এক 'মূল্য-ভিত্তিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী'-র মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা তাদের নানান চিন্তাশৈলী শিক্ষক ও অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরেন।

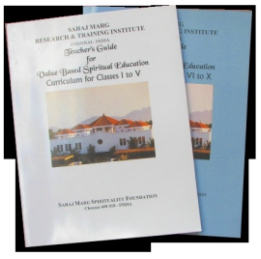

পরবর্তী ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে VBSE কার্যক্রম ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনমাসের জন্য চালু করা হয়।

প্রত্যেক ক্লাসে একজন করে VBSE স্বেচ্ছাসেবী শ্রেণী-শিক্ষকের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। তিনি পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় নিযুক্ত ছিলেন। এবার শ্রেণী শিক্ষককেও ঐ স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে ক্লাস নিতে বলা হয় যাতে তিনিও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারেন। এরপর খোলাখুলি আলোচনা ও নানাবিধ বাস্তবানুগ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়।

শিক্ষাবর্ষের শেষে, এধরণের কার্যক্রম বিষয়ে অভিভাবকদের অবগত করানোর জন্য এক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

—তুলসী অরোরা, সরোজা শ্রীনিবাসন এবং আর মাধুরী, ব্যাঙ্গালুরু।

মুক্ত আলোচনা চক্র

চন্দনা গ্রাম

রায়পুর থেকে ১৪০ কিমি দূরে চন্দনা গ্রামে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭-এ এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সুদূর অধ্যুষিত এই গ্রামে কোনও অভ্যাসী ছিল না। ৪০ জন শ্রোতা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং ৩৯ জন সহজমার্গে যোগ দেন।

আবার চন্দনা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বাসনা গ্রামে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭-এ এক ছোট্ট জমায়েত হয়। সেখানে সমবেত ৮ জনের মধ্যে 6 জনই সহজ মার্গে যোগ দেন।

বিলাসপুর কেন্দ্র

১ ডিসেম্বর ২০০৭, বিলাসপুর কেন্দ্রে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ১১৪- জন লোক এই আলোচনা চক্রে যোগ দেন এবং ছয়জন সহজমার্গে যোগদান করেন।

রাজাম

বিশাখাপত্তনমের কাছে অবস্থিত। প্রায় চল্লিশ জন আইনজীবির মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

থুনি

বিশাখাপত্তনমের কাছে অবস্থিত। এখানে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনা চক্রে প্রায় ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে বণিককুলও উপস্থিত ছিলেন।

কুর্ণোল

স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রীনিবাসে মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৮০ জনেরও বেশী উৎসুক শ্রোতা তাতে যোগ দেন।

মানদামারী

এখানে প্রায় ৪০ জন আধ্যাত্মিকতার জিজ্ঞাসুদের মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

করিমনগর

সিরসিলা মণ্ডলের রাগাডুতে মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৪৫ জন গ্রামবাসী তাতে উপস্থিত ছিলেন।

গোদাবরীখানি

এখানে ২০ জন শিক্ষকের মধ্যে এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

অনন্তপুর

এখানে সংঘমিত্রা পিকনিক কেন্দ্রে 20 জনেরও অধিক লোকের মধ্যে এক জনসভার আয়োজন করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তার চাই (অ্যালোপ্যাথি)

দাতব্য চিকিৎসালয়, বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, মানাপাক্কাম, চেন্নাই।

গত ১৯৯৯ থেকে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাজ চলে আসছে। পরবর্তীকালে ১৪ জানুয়ারী ২০০৫এ নতুন প্রশাসনিক ভবনের বিস্তৃত কর্মে তা স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকে আমরা এই পরিষেবা শুধু অভ্যাসীদের মধ্যে নয়, এমনকি মানাপাক্কামের আশেপাশের যে কোনও ব্যক্তির জন্য তা সহজলভ্য। প্রতিদিন প্রায় ১০০ জন রোগী এখানে দেখা হয়।

এই দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবী আমাদের দরকার। তাদের ন্যুনতম প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে যাতে তারা এখানে এবং পরে নিজেদের কেন্দ্রেও তা কাজে লাগাতে পারে। পেশাদার চিকিৎসক ও কর্মীদের বাস্তব অসুবিধার কথা মনে রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা অন্তত: কমপক্ষে ১৫ দিন ও অধিকতর একমাস পর্যন্ত এখানে থেকে সেবা প্রদান করতে পারেন।

স্বেচ্ছাসেবীদের ন্যূনতম যোগ্যতাবলী ঃ

১. অন্তত: ২ বছরের সহজমার্গ সাধনা অভ্যাস করতে হবে।

২. আশ্রমে থাকার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং যাতায়াতের খরচ নিজেকে বহন করতে হবে।

৩. প্রত্যেক মাসকে দুভাগে ভাগ করা হবে। ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁদের পছন্দমত সময়সূচী বেছে নিতে পারেন। আবেদন পত্রে নাম, ঠিকানা, যোগ্যতা, ই-মেল ও কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

৪. এখানে থাকাকালীন আপনাকে আশ্রম কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কেবলমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রে কাজ করতে হবে।

৫. মাসের প্রথমদিকে না শেষদিকে অথবা পুরো মাস কাজ করতে ইচ্ছুক কি না সে ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

১ এপ্রিল ২০০৮ থেকে আমরা এই কাজ চালু করতে ইচ্ছুক। সবরকম পত্রালাপ, আবেদনপত্র-ইত্যাদির জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

Dr. U. Ravindran.
Co-ordinator, Free Medical Centre,
Babuji Memorial Ashram, Manapakkam, Chennai – 116
Ph:-42171111 / 9382877974(M)
Email id: druravindran@gmail.com

" কাজ কখনো দেওয়া হয় না। কাজ স্বেচ্ছায় নেওয়া হয়— এটাই আমার বিশ্বাস। এই হল কাজের এক অন্যতম গোপন রহস্য। গুরুদেব কোনদিন কাউকে ডেকে এনে কাজ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু যখনই কেউ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে এসেছে , গুরুদেব তাঁকে কাজ দিয়েছেন, এবং কাজ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন এবং যদি সে কাজ করতে নিরন্তর আগ্রহ দেখায় তবে তাঁকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়।"
আবার বলি, এই হল কাজের গোপন রহস্য, অন্তত আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে!"
পি. রাজগোপালাচারী,
আধ্যাত্মিক অগ্নিশিখা, দি স্পাইডার ওয়েব, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: - ৩৪১.

বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন

প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে দেশব্যাপী সব কেন্দ্রে আদি গুরু লালাজী মহারাজের জন্মদিন পালিত হয়। কিছু কিছু রাজ্যে যেমন উড়িষ্যাতে সব অভ্যাসী এক জায়গায় সমবেত হয়ে উৎসব পালন করেন। আবার কিছু বড় বড় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অভ্যাসীরা একস্থানে জড়ো হয়ে আদি গুরুর জন্মদিন পালন করেন।

সকালের সৎসঙ্গ দিয়ে উৎসবের শুরু হয় আর সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও লালাজী মহারাজের জীবনের উপর ভাষণ, ভজন পরিবেশনা, 'হি, হুক্কা এন্ড আই' প্রদর্শন ইত্যাদি নানা ধরণের কার্যসূচী অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। উৎসবের দিন রবিবার হওয়ায় অনেক জায়গার উৎসবের কার্যসূচী সম্প্রসারণ করে পরের দিনও পালন করা হয়।

উত্তর প্রদেশের গোলা গোকানাথে দুদিনের প্রাথমিক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম রাখা হয়। প্রায় ৪২টি কেন্দ্র থেকে ৪০০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ হেন প্রোগ্রাম অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশংসার দাবী রাখে। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে মৌ, দিওয়াস, নর্মদানগর, মানওয়ের, ধর এবং মান্ডু কেন্দ্রগুলি এবার ইন্দোর কেন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করে। প্রায় ৫০০ অভ্যাসী সেখানে সৎসঙ্গে উপস্থিত হন। চা-বিরতির পর কেন্দ্রের শিশুরা মীরার জীবনের উপর এক নাটিকা প্রস্তুত করে।

এই পুণ্য দিনে যেসব অভ্যাসীরা উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এক বিশেষ বাতাবরণ উপলব্ধি করেন। যেন তাঁরা এক দিব্য ছাতার নীচে অবস্থান করছেন। বিদায়কালে তাঁদের হৃদয় গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিকল্প, শেখর রয়, প্রভাতকুমার

পাইথান কেন্দ্রে ধ্যান কক্ষ

১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮, পাইথান কেন্দ্রের কাছে এক উল্লেখযোগ্য দিন। ঐ দিন এক ভ্রাতৃপ্রতিম অভ্যাসীর বাড়িতে ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন হয়। মহারাষ্ট্রে গোদাবরী নদীর ধারে ঔরঙ্গাবাদ থেকে ৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ছোট্ট শহর পাইথান। শুধু ইতিহাস প্রসিদ্ধ বলে খ্যাত নয় বরং পাইথান অনেক সন্ত-মনিষীর আশীর্বাদপুষ্ট। কয়েক শতাব্দি আগে বিখ্যাত মারাঠি কবিও সন্ত, একনাথজি এখানে বাস করতেন। এছাড়াও সন্ত ভানুদাস ও মুক্তেশ্বরের ও জন্মভূমি পাইথান।

পাইথানের নিকটবর্তী রেলষ্টেশন ও বিমানপোত হল ঔরঙ্গাবাদ। এছাড়া সড়ক যোগাযোগও খুব ভালো। শহর থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে ধ্যান কক্ষের অবস্থান। এই ধ্যান কক্ষে প্রায় ৮০ জন অভ্যাসীর বসার সুবিধা আছে। মহারাষ্ট্রের ZIC ভ্রাতৃপ্রতিম এস.ভি বৈদ ধ্যান কক্ষে প্রথম সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। কেন্দ্রের উন্নয়নে অভ্যাসীর ভূমিকার উপর কিছু আলোচনা সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত প্রত্যেকে এই আশাও প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে এখানে 'সহজ নগর' গড়ে তোলা হবে।

সেবাশ্রমে যুব কর্মীশিবির (নিউ দিল্লী)

১২ জানুয়ারী ২০০৮, 'আত্ম-জাগরণ' -এর উপর একদিনের যুবকর্মী শিবির নয়া-দিল্লী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ও আত্মজাগরণের ক্ষেত্রে যোগ্য গুরুর ভূমিকার উপর আলোচনা দিয়ে শিবিরের কার্যক্রম শুরু হয়। ক্রমে এই আলোচনা বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে, যার মধ্যে গুরুদেব কিভাবে আমাদের হৃদয়ে নীরবে পরিবর্তন নিয়ে আসেন এবং চরিত্রনির্মান আমাদের মুখ্য দায়িত্ব বিষয় দুটি উল্লেখযোগ্য।

অভ্যাসীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সহজমার্গ বিষয়ক 'কুইজ' ছিল অন্যতম আকর্ষণ। দিল্লীর যুবকদের কাছে এই অনুষ্ঠান যথেষ্ট শিক্ষামূলক ছিল।

বিজয় ভিট্টাল, নিউ দিল্লী

বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, কলকাতা— এক জ্যোতির্বিন্দু

"মিশন চতুর্দিকে তার ব্যাপ্তি সূচিত করে চলেছে, আর এই আশ্রম সেই মুকুটে আর এক শিখির পাখার সংযোজন । যদি সত্যিকারের **জীবন** বর্তমান না থাকে তাহলে এই বিপুল স্থাপত্য, অট্টালিকা শুধু ফাঁপা ইটের সমাহার। আশ্রম বলতে এমন এক স্থান হওয়া উচিত যেখানে আমরা **আশ্রয়** পেতে পারি, যেখানে আত্মা প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং পরমস্তরে লীন হতে প্রয়াসী হয়।"

এই কথাগুলো ভ্রাতৃপ্রতিম অজয় ভট্টরের হৃদয় নিঃসৃত। বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমের (কলকাতা) উদঘাটনের সময় তিনি বলেন। এই আশ্রম গড়ে উঠেছিল ইট, পাথর ও অগনিত অভ্যাসীর প্রেম ও ভক্তির সুধারসে সিক্ত হয়ে। ২৭ মার্চ ২০০২, প্রিয়তম গুরুদেব এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, কিন্তু কাজ শুরু হয় ১৫ নভেম্বর থেকে। খুব কম সময়ের মধ্যে আশ্রম তৈরীর কাজ শেষ হয়ে ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ এ দ্বার উদঘাটন হয়।

শহরের পূর্ব দিকে এবং রুবি হাসপাতালের পিছনে আশ্রমের অবস্থান। এয়ারপোর্ট থেকে এর দুরত্ব প্রায় আঠারো কিলোমিটার।

প্রায় ৪৮০০০ বর্গ ফুটের উপর গড়ে ওঠা আশ্রমের দুটো অংশ। একদিকে প্রশাসনিক কাজকর্মের ঘর, রান্নাঘর, তার উল্টোদিকে খাবার

জায়গা। অন্যদিকে অভ্যাসীদের কিছু ঘর। গুরুদেবের মনোরম কুটির, বড়মাপের ধ্যান কক্ষ যার নীচে রয়েছে অভ্যাসীদের থাকার বিপুলকায় হলঘর। স্ত্রী-পুরুষদের জন্য পৃথক স্নানাগার, শৌচাগার সবই রয়েছে। যদিও অন্যান্য আশ্রমের তুলনায় কলকাতা আশ্রম আয়তনে ছোট কিন্তু এর সুনিপুন নক্শা, পরিকল্পনা, ঘন সবুজের আচ্ছাদনে এক রমনীয় পরিবেশ রচনা করেছে। বাচ্চাদের খেলার মাঠ, বাস্কেট বল খেলার জায়গা— কি নেই সেখানে! ধ্যান কক্ষে যাবার দুটো পথ। একটা সামনে সিঁড়ি দিয়ে। অপরটা পাশের ঢাল (Ramp) বেয়ে। এ হল সহজমার্গের যাত্রাপথের প্রতীক। মিশনের প্রতীক চিহ্নে যেমন রয়েছে পাহাড়-পর্বতের নানা বন্ধুর পটভূমি কেটে পথ বের করে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায়।

গুরুদেবের কুটির অতি সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী। একতলায় তাঁর শোবার ঘরের সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দা কুটিরের শোভাবর্ধনে এক নিটোল সংযোজন। গুরুদেব প্রায়ই ঐ বারান্দায় এসে নীচে ও খাবার জায়গার সামনে অপেক্ষারত অভ্যাসীদের সঙ্গে আলাপ বিনিময় করেন।

ধ্যান কক্ষের সামনে সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় বাবুজীর শ্বেতপাথরের মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। তাঁরই প্রেমময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে গুরুদেব এই আশ্রম উৎসর্গ করেন।

গুরুদেবের ভাষায় — "মিশনের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন হল এই কলকাতা আশ্রম..... এ হেন জ্যোতির্বিন্দু থেকে একদিন সারা বিশ্বে এই মিশনের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়বে, যার গতি অপ্রতিরোধ্য।"

To subscribe to this Newsletter please visit http://www.srcm.org/centers/as/in/newsletter/index.jsp
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2008 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This message may be edited for content and is intended exclusively for the members of SRCM.